

ইসলামে ভোট ও নির্বাচনের বিধান কি?

কাকে ভোট দিবেন ও কেন দিবেন?

জুমুআর বয়ান-২২, ভোট ও নির্বাচন, সিরিজ- ০১

শাফিকুল ইসলাম তাজেরী

খতীব, ডাঃ আব্দুল মান্নান (খোন্দকার) জামে মাসজিদ



ইসলামে ভোট ও নির্বাচনের বিধান কি?

কাকে ভোট দিবেন ও কেন দিবেন?

জুমুআর বয়ান-২২, ভোট ও নির্বাচন, সিরিজ- ০১

আসুন তাকওয়ার বলে বলিয়ান হই

সংকলনে-

শাফিকুল ইসলাম তাজেরী

কামিল (হাদিস অনুষদ)

নোয়াখালী ইসলামীয়া কামিল (এম.এ) মাদ্রাসা

এম.এ, ডি.এইচ.এম.এস, এন.এইচ.এম.সি, বি.এইচ.বি (ঢাকা)

web: www.shafiqultutorialbd.blogspot.com

www.youtube.com/shafiqul93

যারা

কোরআন বুঝে

সে অনুঝায়ী বাস্তব জীবনে

আমল করতে চায়

এবং সত্যকে সত্যের

মাপকাঠি দিয়ে মেপে নেয়

শুধু তাদের জন্য... ।

অনলাইনে আমরাও আছি আপনার পাশে-

ইমেইলঃ ishafiqul93@gmail.com

<http://www.facebook.com/shafiqul.islam93>

www.youtube.com/aliamtv

web: www.shafiqultutorial.blogspot.com

Or www.alquranerallo.blogspot.com

ইসলামে ভোট ও নির্বাচনের বিধান কি? কাকে ভোট দিবেন ও কেন দিবেন?

সম্মানিত উপস্থিতি, ভোট শরিয়তে গুরুত্বপূর্ণ আমানত। এ আমানত রক্ষা করা প্রতিটি মুসলিমের আবশ্য কর্তব্য। মহান আল্লাহশানহু বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।^১

আল্লাহরবাণী- নিশ্চয় মুনাফিকরাই মিথ্যাবাদী।^২

হাদিস শরীফে রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেন-

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ وَفِي رِوَايَةٍ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ .

মুনাফেকের আলামত তিনটি:

- ১) কথায় কথায় মিথ্যা বলে ,
- ২) ওয়াদা করে ভঙ্গ করে, এবং
- ৩) আমানত রাখলে তার খেয়ানত করে ।

^১ আন-নিসা: ৫৮

^২ আল-মুনাফিকুন-০১

(এই কাজগুলো করার পর) যদিও সে নামাজ পড়ে, রোযা রাখে, এবং ধারণা করে যে, সে মুসলমান। (তবুও সে মুনাফিকদের দলভুক্ত হবে।)^৩

রায় দেয়া বা সাক্ষ্য প্রদান করা

আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেবো।

এইভাবে না বলে এই ভাবে বলা উচিত-

আমার ভোট আমি দেব, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি দেখে দেবো।

সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা যাকে নির্বাচন করব বা যার পক্ষে আমাদের সাক্ষ্যপ্রদান করবো, তার কয়েকটি বিষয় আমাদেরকে দেখে নিতে হবে। আর তা হচ্ছে তার সততা, নির্ভা, আল্লাহভিরু এবং তার যোগ্যতা।

যেমন যোগ্য ব্যক্তি প্রয়োজন তেমনি আবার সত্য ও ন্যায় আদর্শবান ব্যক্তিও প্রয়োজন।

নেতা দু ধরনের হয়- ১) امامة صغرى - ছোট নেতা আর

২) امامة كبرى - বড় নেতা

মাসজিদের ইমাম হলেন ছোট ইমাম বা নেতা। যিনি শুধু মাসজিদের দায়িত্ব নিয়ে আছেন। তাকে নিয়োগ বা নির্বাচন করতে তার আমানতদারীতা, সততা, পর্দাপূসিতা, অন্যান্য যোগ্যতা আছে কিনা তা তলিয়ে দেখি। কিন্তু আমরা বড় নেতা দেশের একজন অভিবাবক, পরিচালিক নির্বাচন করবো তার ব্যাপারে একটু চিন্তাও করিনা।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا

^৩ বুখারী, মুসলিম- সলাত/১/১৬৯, হাদীসঃ ৩৯৪

যে ব্যক্তি কল্যাণ ও সৎকাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে এবং
যে ব্যক্তি অকল্যাণ ও অসৎকাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ
পাবে। আর আল্লাহ সব জিনিসের প্রতি নজর রাখেন।^৪

এ ব্যাপারে রাসূল সা.বলেন;

أَدَّالٌ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَالذَّالُّ عَلَى شَرٍّ كَفَاعِلِهِ

যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজের সমর্থন করবে, সে ঐ ব্যক্তির ভালো কাজের
পুণ্য পাবে। আর যে খারাপ কাজে সুপারিশ করবে সে তারও অংশ পাবে।

ভালো মানুষকে নির্বাচন করলে কি হবে?

- সে যত নেক কাজ করবে
- সে মাসজিদ মাদরাসা তিরী করবে
- নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে
- সে জনগনের কল্যাণ করবে
- রাষ্ট্রের কল্যাণ করবে
- কুরআনের আইন কায়েম করবে
- যাকাত ব্যবস্থা চালু করবে
- জনগনের অধিকার নিশ্চিত করবে।
- জনগনের কাছে দেয়া ওয়াদা পূরণ করবে।
- ইসলামের বিধি-বিধান চালু করবে।

এই লোক যত ভালো কাজ করবে তার সাথে আপনিও সাওয়াব পেতে
থাকবেন।

আর যদি আপনার ভোটে কোন খারাপ, চরিত্রহীন, পাপী মদখোর লোক
নির্বাচিত হয়। তার ফলে সমাজে একভয়াবহতা দেখা দেবে। আর কি হবে?

- দেশে নাস্তিক্যতা বেড়ে যাবে।
- সিনেমা হল বেড়ে যাবে

^৪ সূরা-নিসা আয়াত--৮৫

- গানের প্রসার ঘটবে
- সুদি ব্যাংক বেড়ে যাবে
- মদের আড্ডাখানা বেড়ে যাবে
- সমাজে অসংখ্য যাত্রা প্যাড্ডাল বাড়বে।
- হাজারও খারাপ কাজ শুরু হবে।
- রাষ্ট্রের সপম্পদ আত্মসাৎ করবে
- ট্যাভারবাজি করবে
- বাজেটে কারচুপি করবে।
- অশ্লিলায় গোটা দেশ ছেয়ে যাবে।

আর তার এই সকল গুনাহের অংশিদারিত্ব আপনার হবে। কারণ সে আপনার সহযোগীতায় ক্ষমতায় গিয়ে নেতা হয়ে এমন কাজ করেছে বা সমর্থন দিয়েছে।

আর এমন নেতার সঙ্গেই আমাদের কে আবার হাশরের দিন উঠতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئَانِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের নেতাসহ আহ্বান করব, অতঃপর যাদেরকে তাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তারা নিজেদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম হবে না।^৫

এরশাদ করেন: ” من تشبه بقوم فهو منهم ” অর্থাৎ যে যে জাতির অনুকরণ করে সে তাদেরই একজন।

আর এই জন্যই মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা,আলা কঠোর শাস্তিদাতা।^৬

হযরত লূত আঃ এর স্ত্রী সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য

খারাপ মানুষদেরকে সাহায্য করার কারণে লূত আঃ - এর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন নি। এর প্রমাণ দেখুন- মহান যখন লূত আঃ -এর জাতিকে ধ্বংস করবেন তখন মহান আল্লাহ্ তাকে লক্ষ করে বলেন-

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ أَتَأْتُونَ الْفَلْحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ

الْعَالَمِينَ (১০)

এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি?

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (১১)

তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِلَّا أَنْ قَالُوا ۖ أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسُ

يَتَطَهَّرُونَ (১২)

তাঁর সম্প্রদায় এ ছাড়া কোন উত্তর দিল না যে, বের করে দাও এদেরকে শহর থেকে। এরা খুব সাধু থাকতে চায়।

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (৮৩)

অতঃপর আমি তাকে ও তাঁর পরিবার পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম, কিন্তু তার স্ত্রী। সে তাদের মধ্যেই রয়ে গেল, যারা রয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (৮৪)

অতএব, দেখ গোনাহ্গারদের পরিণতি কেমন হয়েছে।^৭

দেখুন, আল্লাহ্ যখন নবীকে তার আহাল, পরিবারবর্গদেরকে নিয়ে স-স্থান ত্যাগ করতে বললেন তখন এও বললেন যে, যেন তিনি তার স্ত্রীকে সঙ্গে করে না নেয়। এর কারণ হল- আল্লাহ্ বলেন ” তার স্ত্রী রেহাই পাবে না। কারন হিসেবে আল্লাহ এটুকু বললেন যে , وكانت من الغابرين খাস বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায়, ” কারণ সে ছিল খারাপদের অন্তর্ভুক্ত”

আবার রাসুলের একটা হাদীসে আছে,

المرء ما من احب

অর্থাৎ যার সাথে যার খাই-খাতির তার সাথে তার হাসর- নাশর।

এখন বলুন বন্ধুরা, নামাজ রোজা পড়েও যদি চান্দ্রুষ এসকল বদমাইস ধর্মদুশমন আর মূর্তিপূজকদের সমীহকারীদের কর্মকাণ্ডকে কেউ সমর্থন বা অনুসমর্থন দেয়, মুসলমানদের পবিত্র আমানত তছনছকারী ও সম্পদ লুণ্ঠনকারীদের হাসিমুখে মেনে নেয়, তাহলে উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীস অনুসারে তাদের নামাজ এবং তাদের রোজা কী উপকারে আসবে.....?

আসুন ভোট দেয়া সম্মন্ধে বেশ কিছু কথা জেনেনিঃ

জাওয়াহিরুল ফিকহ কিতাবে মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. এর ভোট বিষয়ে ফতোয়া পাওয়া যায়। সেখানে তিনি বলেন, যে প্রার্থীকে আপনি ভোট

^৭ সূরাতুক আরাফ- ৮০-৮৪

দিচ্ছেন শরিয়তের দৃষ্টিতে আপনি তার পক্ষে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এ ব্যক্তি এলেম, আমল ও সততায় কাজটির যোগ্য এবং অন্যান্য প্রার্থীদের থেকে ভালো। শরিয়তের এ দৃষ্টিভঙ্গিটির প্রতি লক্ষ করলে নিচের ফলাফলগুলি উঠে আসবে:

এক. আপনার ভোট এবং সাক্ষ্যর মাধ্যমে যে নেতা সংসদে যাবে সে তার এ দায়িত্বপ্রাপ্ত অবস্থায় যত ভালো বা মন্দ কাজ করবে তার দায়ভার আপনার ওপরও বর্তাবে।

দুই. এ বিষয়টিও বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে, তার ব্যক্তিগত কাজকর্মেও যদি কোনো ভুল করে তাহলে তার প্রভাবও সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, সওয়াব ও শাস্তিও সীমাবদ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তার জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কাজের ক্ষেত্রে পুরো জাতি ও রাষ্ট্র প্রভাবিত হয়, তার সামান্য ত্রুটিও মাঝেমাঝে পুরো জাতির জন্য ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য এর সওয়াব ও শাস্তিও অনেক বড় হয়ে থাকে।

তিন. সত্য সাক্ষ্য গোপন করা কুরআনের বক্তব্যমতে হারাম। তাই আপনার এলাকায় যদি কোনো সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির সং প্রার্থী দাঁড়ায় তাহলে তাকে ভোট না দেয়া কবিরী গুনাহের কারণ হবে।

চার. যে প্রার্থী ইসলামি আদর্শ বিরোধী কোনো দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে তাকে ভোট দেয়া মিথ্যা সাক্ষ্য বলে বিবেচিত হবে; যা কবিরী গুনাহ।

পাঁচ. টাকার বিনিময়ে ভোট বিক্রি করা খুবই জঘন্যরকমের সুদ এবং এটি টাকার বিনিময়ে ইসলাম ও রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতারণার নামান্তর।

আরেকজনের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গড়ে দিতে নিজের দীনকে কুরবানি করা; সেটা যত টাকার বিনিময়েই হোক বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ওই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত যে অন্যের জীবন সাজিয়ে দিতে নিজের দ্বীনকে বিক্রি করে দেয়।

সুতরাং প্রতিটি ভোট ও নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আল্লাহ আমাদের ইনসাফের দৃষ্টিতে সত্য ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার তৌফিক দিন।^১ আমীন

(চলবে)

আমাদেরকে যা শিক্ষা নিতে হবে

- ১। সর্ব পর্যায়ে স্থিতিশীলতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কোরআনে বর্ণিত নেতার কাজ প্রতিষ্ঠার যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের হাতে নেতৃত্ব দিতে হবে।
- ২। যৌবনের সকল চেষ্টা সামর্থ আল্লাহর সম্ভৃষ্টি অর্জনের পথে ব্যয় করতে হবে।
- ৩। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায কায়েম করবে এমন ব্যক্তিকে ভোট দিতে হবে।
- ৪। যারা জাতির সাথে ওয়াদা করলে তা পূরণ করে, তাদেরকে সমর্থন দিতে হবে।
- ৫। যে বা যারা ইসলামের সার্থে কাজ করে তাকে নির্বাচিত করতে হবে।
- ৬। যাকে নির্বাচিত করলে জাহান্নাম নয় জান্নাতে যাওয়ার উসিলা হবে, তাকে ভোট দিতে হবে।
- ৭। সর্বোপরি মহান আল্লাহ আমাকে যে আমানত দিয়েছেন তার যথাযথ ব্যবহার করার তাওফিক দান করুন।
- ১১। পরিশেষে মহান আল্লাহ যেন তার ঘাঁটি বান্দা হিসেবে কবুল। আমীন

^১ সূত্র : জাওয়াহিরুল ফিকহ ৩০০ : ২, অনুবাদ : সুলাইমান সাদী

নিজ সংগ্রহে সংকলিত গ্রন্থসমূহ

১. তাকওয়া কোরবান ও কোরবানীর দিনের ফজিলত।
২. হাজী সাহেব আমাকে আপনার সাথে রাখুন।
৩. কোরবানীর মূল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন।
৪. যুগে যুগে কোরবানী ও আত্মত্যাগের ইতিহাস।
৫. কোরবানীর গুরুত্ব এবং ফাজায়েল ও মাসায়েল।
৬. ঈদুল আযহা ও কোরবানী।
৭. ঈদুল অযহার তাৎপর্য কোরবানীর নিয়ম-কানুন এবং করণীয় ও বর্জনীয়।
৮. জীবনের হালখাতা ও মওতের মোরাকাবা (হিজরী নববর্ষ সিরিজ-০১)
৯. হিজরী সনের গোড়াপত্তন ও আশুরার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা।
(হিজরী নববর্ষ সিরিজ- ০২)
১০. হাশরের মাঠে আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়ায় যারা আশ্রয় পাবে।
(রাসূল সা. এর উপদেশাবলী সিরিজ-০১)
১১. ভোট কাকে দেবেন ও কেন দেবেন? (ভোট ও নির্বাচন, সিরিজ-০১)

আল্লাহ্ হাফেজ

সংগৃহীত কিতাবের pdf ফাইল পেতে ভিজিট করুন:

www.shafiqultutorialbd.blogspot.com

خطبة الاول

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ
فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ.

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون- يا
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
زوجها وبثّ منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون
به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وقولوا قولا سديداً. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً-

امابعد فيا ايهاالناس!

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذِبًا ،
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ وَفِي رِوَايَةٍ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَرَزَعَمَ أَنَّهُ
مُسْلِمٌ .

وقال ايضا: أَدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَالْدَّالُّ عَلَى شَرِّ كَفَاعِلِهِ

ايهاالاخوان : قال الله سبحانه وتعالى -

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ
كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّؤَيِّتًا

কাকে ভোট দিবেন ও কেন দিবেন?

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

بارك الله لنا ولكم في القرآن ، ونفعنا وإياكم بما فيه من الايات
والبيان، وغفر لنا وإياكم ما سلفنا من الاثام والصيان، انه
كثير الغفران

জুমার সানী খুৎবা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ .

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ-
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، خُصُوصاً مِنْهُمْ الْخُلَفَاءِ

الرَّاشِدِينَ، أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، وَعَنِ التَّابِعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ،

اللَّهُمَّ اقسِمْنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبْلُغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ، وَمِنْ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا، مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا، وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِئْدِينًا، وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.